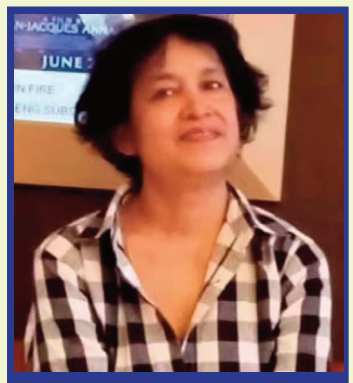
Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৪ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১১ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৯ সংখ্যা ।। ৮ পাতা



সাহিত্য জগতে এআইয়ের 'বাড়বাড়ন্তে' উদ্বিগ্ন তসলিমা



প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, দীর্ঘদিন ভুগছিলেন একাধিক শারীরিক সমস্যায়

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় কাঁপল পাকিস্তান!



দূষণের দায় ভারতকে ঠেললেও দেশের রিপোর্টেই 'পর্দাফাঁস' ইসলামাবাদের



১৫ সেকেন্ডে ৩০ গুলি, ধরা পড়ল সিসি ক্যামেরায়, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় জরুরি বৈঠক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের



প্রথা ভেঙে বোনফোঁটায় অশীতিপর বিমান

কলকাতা ঃ ভাইফোঁটা । এই দিনে ঘরে ঘরে ভাইদের দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের কামনা করে যমের দুয়ারে কাঁটা দিচ্ছেন দিদি-বোনেরা। কিন্তু অনেকেরই আবার দাবি, এই আয়োজন আদতে পিতৃতন্ত্রের প্রতীক। যা যুগ যুগ ধরে চলে আসা লিঙ্গ বৈষম্যকেই তুলে ধরে। এহেন অবস্থায় গতবছরের মতো এবারও বোনফোঁটা দিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। ট্যাবু ভেঙে সুর চড়ালেন পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ২০২৫ সালে প্রথম বোনফোঁটার আয়োজন করেছিল স্টুডেন্টস হেলথ হোম। এবারও তার অন্যথা হয়নি। চলতি বছরে ভাইফোঁটা পড়েছে ১১ নভেম্বর। তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১০ তারিখ স্টুডেন্টস হেলথ হোমে উদযাপিত হল বোনফোঁটা। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন



বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

হোমে থাকা বিভিন্ন বয়সি বোন-দিদিদের কপালে ফোঁটা দেন তিনি। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই প্রথা ভেঙে পিতৃতন্ত্রের অবসানের ডাক দিলেন প্রবীণ কমরেড। এদিন বিমান বসু বলেন, ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠান করার জন্য হেলথ হোমকে অভিবাদন। একটি বই পড়ে জেনেছিলাম, এই ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশে হয়। শাহবাগ আন্দোলনের সময়ে এর প্রচলন। আমাদের দেশে তো এখনও পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটেনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

মমতার নিরাপত্তা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

রাজারহাট, নিউটাউনের দিকে বড় জমি নিয়ে ফার্ম হাউজ বানিয়ে থাকতে পারতেন

কলকাতা ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিশ্চয়ই ওনার নিরাপত্তা প্রাপ্য। কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে। ওনার তাহলে এ ফাঁকায় রাজারহাট-নিউটাউনে ফার্মহাউজ বানিয়ে থাকতে পারতেন। ওদের তো টাকার অভাব নেই। এভাবেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। আর উনি যদি চাইতেন অন্য মাত্রায় সুরক্ষিত থাকবেন, তাহলে ওঁর উচিৎ হয়নি ঘনবসতিপূর্ন জায়গায় থাকার। ফাঁকায় বড় বাংলোতে চলে যেতে পারতেন। ওদের তো টাকার অভাব নেই। প্রচুর টাকা। রাজারহাট, নিউটাইনের দিকে বড় জমি নিয়ে ফার্মহাউজ বানিয়ে থাকতে পারতেন।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিলোত্তমা সাক্ষী থাকল এক অনন্য দৃশ্যের! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতার ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব 'কালীঘাট শিবশক্তি সংঘ'র কালীপুজোয় যান তিনি। সেখানে মায়ের আরতিও করেন। এছাড়াও কালীঘাটের একাধিক পুজো দর্শন করেন শুভেন্দু। খোদ মমতার পাড়াতেই শুভেন্দু অধিকারীকে দেখতে রাস্তার দু ধারে মানুষের ঢল নেমেছিল। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যান মুখ্যমন্ত্রী, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, হাতও মেলান। গোটা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট জুড়ে শুভেন্দু অধিকারীকে কেন্দ্র করে ধরা পড়ে



বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসের ছবি। এমনকি, স্থানীয়দের ভিড় ঠেলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যান শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনেক মানুষেরই আর্জি ছিল, 'ভিআইপি কালচার থেকে পরিত্রাণ চাই'! মমতার পাড়া থেকে ফিরে সল্টলেকে সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেই প্রসঙ্গেই কথা বললেন শুভেন্দু! জানালেন, 'ওখানকার বাসিন্দাদের একটা সময় বন্দি-জীবন কাটাতে হয়েছে। গোটা এলাকার মানুষকে একটা কার্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা অসম্ভব ছিল। গার্ড রেল দিয়ে রাস্তা আটকানো, চলত চেকিং, তল্লাশি! বহু রকমের প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তেন। ওখানে বাড়িতে বাড়িতে প্রচুর বেকার মানুষ। মৃৎশিল্পীরা ব্যবসা করতে পারতেন না। তাঁদের ক্ষতি হত। মানুষ এগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছে।' মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে বন্ধ ছিল কালীঘাটের রাস্তা। অনুগামীদের ভিড়ের ঠেলায় কালীপুজোর আগে ঠাকুর নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়েন সেখানকার মৃৎশিল্পীরা। এর জেরে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁরা। তাই নিজের বেতন থেকে ৭ হাজার টাকা করে ৮০ জন মৃৎশিল্পীর হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ভবানীপুরের সভা থেকে তিনি বলেন, 'তোলাবাজ ভাইপো ও তাঁর বিখ্যাত পিসির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের আনুমানিক ৪০-৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। তাই নিজের বেতন থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য করলাম।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ভাইপোর মতো আমার ওত টাকা নেই। কিন্তু আমি যতটুকু সম্ভব সাহায্য করেছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে বেতন পাই সেখান থেকে ৭ হাজার টাকা করে ৮০ জন মৃৎশিল্পীকে সহযোগিতা করলাম। আর কোনও মৃৎশিল্পীকে যেন ভিআইপি কালচারের জন্য আটকানো না হয়।'

কয়েক দশকের প্রথা ভেঙে বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান বাতিল মমতার

কলকাতা ঃ দীর্ঘ প্রায় কয়েক দশকের প্রথা ভেঙে নিজের বাড়ির ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান বাতিল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা যে এবারে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান বাতিল করছেন, তা আগের রাতেই জানিয়ে কুণাল ঘোষ লিখেছিলেন, মমতাদি এবার ভাইফোঁটা পালন করছেন না। এর আগে বিজয়া পালন করেননি। এবার ভাইফোঁটাও পালন করবেন না। ভোটের পর থেকে তৃণমূলকর্মীদের উপর যে হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার চলছে; তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিজয়া পালন করেননি নেত্রী। পারিবারিক কালীপুজো বন্ধ করা যায় না। তাই মায়ের পুজো করেছেন। কিন্তু ভাইফোঁটার কোনো অনুষ্ঠান করবেন না। কেউ দেখা করতে আসতে পারেন। কিন্তু দিদি এবার ফোঁটার অনুষ্ঠান করবেন না। এনিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত দেড় দশক ধরে ভাইফোঁটার দিনে কালীঘাটে মমতার বাসভবনে রীতিমতো চাঁদের হাট বসত। শোভন চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের মতো তৃণমূলের শীর্ষস্তরের ঘনিষ্ঠ নেতারা তো বটেই, প্রশাসনিক কর্তারাও একে একে হাজির হতেন ভাইফোঁটা নিতে। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে রাজ্য রাজনীতির জল অনেকটাই গড়িয়েছে। চেনা সমীকরণ বদলে যাওয়ার পাশাপাশি একা হয়ে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদা ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বহু মুখই আজ দূরত্ব বাড়িয়ে অচেনা হয়ে উঠেছেন। সেই আবহে বিগত বছরের উৎসবের আমেজ হারিয়ে এবার একপ্রকার নিঃশব্দেই কাটল



কালীঘাটের ভাইফোঁটা।

ঋতব্রতর পাশে মমতার ভাই বাবুন

গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত বিশেষ ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে ফোঁটা গ্রহণ করেন একাধিক শীর্ষনেতা। ফোঁটা নেওয়ার এই তালিকায় উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ খান, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সন্দীপন সাহা, শান্তনু সেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋজু দত্ত। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কৌতূহলজনক বিষয় হল, মমতার নিজের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে ফোঁটা নিয়েছেন। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশংসায় ভরিয়ে নিজের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাঁর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বাবুনের বিরুদ্ধে মুখ খুলে মমতার পাশেই দাঁড়ালেন তাঁর আর এক ভাই গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিতর্কে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন মমতার দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপুজোয় উপস্থিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে পদ্মের মালা দিয়ে স্বাগত জানিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় বাবুনকে। বাবুন আরও বলেন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভাইপোর মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুদা জনগণের মুখ্যমন্ত্রী। বাবুন আরও অভিযোগ করেন, বেশ কয়েক বছর ধরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ভাইফোঁটায় ডাকেন না, এমন কি রাখীও পরান না। বাবুন না এলেও এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভাইফোঁটা নিতে এসেছিলেন তাঁর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই ভাই অমিত ও গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্ক এড়িয়ে বলেন, আমি এসেছিলাম ভাইফোঁটার জন্য। রাজনীতি আমি জানি না। ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ না খুললেও বাবুন মিথ্যা বলছেন বলেই দাবি মমতার আর এক ভাই গণেশের। তাঁর পাল্টা দাবি, তিন বছর ও (বাবুন) এই বাড়িতে ঢুকতে না পারার যে দাবি করছেন, তা ঠিক নয়। তবে কে কোন দল করবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 2

ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর

‘জ্ঞান বিকাশ মিশন’

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকা নয়,বরং একজন শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা। এই মূলমন্ত্রকে বুকে ধারণ করেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের পথচলা বজায় রেখেছে ‘জ্ঞান বিকাশ মিশন’।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকা নয়,বরং একজন শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা। এই মূলমন্ত্রকে বুকে ধারণ করেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের পথচলা বজায় রেখেছে ‘জ্ঞান বিকাশ মিশন’।



আজিজুর রহমান
প্রধান শিক্ষক

শুভ সূচনা ও নেতৃত্বের পথ দেখানো

২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘জ্ঞান বিকাশ মিশন’।পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল এর যাত্রা। বিদ্যালয়টির গোড়াপত্তন ও সুন্দর পরিচালনার পেছনে রয়েছে একদল দূরদর্শী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অবদান আজিজুর রহমান, সাদিকুল ইসলাম, মোঃ সামসাদ আলম, ইসলামুল হক, মুস্তাফিজুর রহমান, রাজেশ কুমার মন্ডল এবং মেহেবুব হোসেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিরলস কঠোর পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করেই আজ শিক্ষার এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই মিশন।

অভাবনীয় সাফল্য ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

পথচলার শুরুতে মাত্র ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী, ২৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল জ্ঞান বিকাশ মিশন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান ও সুনামের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের পরিধি দ্রুত প্রসারিত হয়েছে।অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করে বর্তমানে এই মিশনের পড়ুয়ার সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছে ৭৫০ জনে।

আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার সুষম সমন্বয়

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা ও সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে মিশনটি আবাসিক ও অনাবাসিক দুই ধরণের পড়াশোনার সুযোগ রেখে তৈরি করা হয়েছে।বর্তমানে মোট ৭৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫০ জন শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধায় থেকে পড়াশোনা করছে এবং বাকি ৬০০ জন অনাবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিদিন নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করছে।

নিবিড় নজরদারি ও সার্বিক দেখভাল

মিশনের দৈনন্দিন কর্মসূচি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়।এখানে সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হোস্টেলে ও ক্লাসরুমে নিবিড়ভাবে পড়াশোনা করানো হয়।বিশেষ করে পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা বা দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দেওয়া হয় বিশেষ নজর। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ঘাটতি দূর করে তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে শিক্ষকেরা অত্যন্ত যত্নশীল ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন।

আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার আলো

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা জরুরি। সেই উদ্দেশ্যে জ্ঞান বিকাশ মিশনে রয়েছে উন্নত কম্পিউটার কোচিং শিক্ষার ব্যবস্থা।তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আধুনিক কম্পিউটার কোচিং ও প্রযুক্তির খুঁটিনাটি শিখতে পারে তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।





















পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও সহ-পাঠ্যক্রমিক সাফল্য

শুধু শ্রেণীকক্ষের চারদেওয়ালে শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখেনি এই প্রতিষ্ঠান।নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বৃত্তিমূলক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য এখানে নিয়মিত ‘মান্থলি ডেভেলপমেন্ট টেস্ট’এর আয়োজন করা হয়।এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের আর কী কী উন্নতি প্রয়োজন তা খুব সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

আদর্শ নাগরিক গড়ার অঙ্গীকার

জ্ঞান বিকাশ মিশনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান জানান,শুধু পাঠ্যবইয়ের ভালো নম্বর বা বাঁধাধরা পড়াশোনা নয়, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো বাস্তব ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সততা, মূল্যবোধ ও মানবিকতায় পূর্ণ এক একজন আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।আমরা সেই চেষ্টাই প্রতিদিন নিরন্তরভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। জ্ঞান বিকাশ মিশন আজ কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়,এটি বহু শিক্ষার্থীর স্বপ্নের ঘর।সুশিক্ষা,সঠিক দিশা এবং নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে এই মিশন উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 3

তৃণমূলের কাউন্সিলরদের জন্য বিজেপির দরজা বন্ধঃ শমীক



কলকাতা। কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডে সংগঠনের দায়িত্ব নিজেদের কর্মী ও নেতাদের হাতেই রাখতে চায় বিজেপি। অন্য দল থেকে আসা কাউন্সিলরদের ভরসায় পুরসভা এলাকায় সংগঠন সাজানোর কোনও পরিকল্পনা নেই গেরুয়া শিবিরের। বুধবার ভাইফোঁটার দিন দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর ঘোষণা, বিজেপির স্থানীয় কর্মী ও নেতারাই কো-অর্ডিনেটর হবেন। পুরসভার ওয়ার্ডগুলিতে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, শমীকের বক্তব্যে তারই জবাব দেওয়ার চেষ্টা দেখা গেল। বিশেষ করে তৃণমূলের কাউন্সিলরদের এই দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করেছেন তিনি। শমীকের কথায়, যারা কাউন্সিলর হয়েছিল লুট করে, তাদের কো-অর্ডিনেটর তো পাঠানো হবে না। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের কোনও বর্তমান কাউন্সিলরকে বিজেপির টিকিটে পুরভোটে দাঁড় করানো হবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি। অর্থাৎ পুরসভা ঘিরে বিজেপির কৌশলে আপাতত দলীয় কর্মীদেরই অগ্রাধিকার। অন্য দল থেকে আসা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সংগঠন বিস্তারের বদলে ওয়ার্ড স্তরে নিজেদের নেতৃত্বকে সামনে রাখতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। পুরভোটের দিনক্ষণ এখনও অনিশ্চিত। তার মধ্যেই ২০৯টি ওয়ার্ডে স্থানীয় নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়ার ঘোষণা রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচন দ্রুত করানোর পক্ষেও মত জানিয়েছেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, আমরা তো চাই ভোটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের রায় নিয়েই পরিষেবা দিতে। ভোটের পথে আইনি বাধা তৈরি হওয়া নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন তিনি। আদালতের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, কোর্টেরও বোঝা উচিত মানুষের জন্য আদালত, আদালতের জন্য মানুষ নয়। রায় পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তবে ভোট না হওয়া পর্যন্ত নাগরিক পরিষেবা থেমে থাকতে পারে না বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, মানুষকে তো পরিষেবা দিতে হবে। সরকারের তো এটাই কাজ। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে ওয়ার্ড স্তরে প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ;দুই বিষয়ই এখন আলোচনায়। এ দিন অবশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে পারিবারিক উৎসবেও সময় দিয়েছেন শমীক। ভাইফোঁটা উপলক্ষে শরৎ ব্যানার্জি রোডে বোনের বাড়িতে যান তিনি। দুই বোন নিয়ম মেনে তাঁর কপালে ফোঁটা দিয়ে মঙ্গল কামনা করেন। বাড়িতে ছিল বিশেষ ভোজের আয়োজন। দুপুরে চিতল মাছের মুইঠা ও পাবদা মাছের ঝাল দিয়ে পাত পেড়ে খাওয়াদাওয়া করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

ভাইফোঁটা নিতে ঋতব্রতদের সঙ্গে মমতার ভাই বাবুন

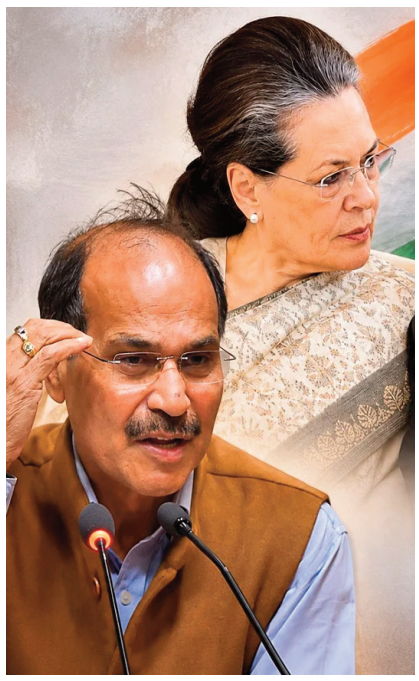
কলকাতা। রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম ভাইফোঁটা । এই প্রথম তাঁর কালীঘাটের বাসভবনে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান পালন করলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত কয়েক বছরে এদিনটায় রাজ্য-রাজনীতির অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠত ‘দিদি’র বাড়ি। তবে এদিন সকাল থেকে একেবারেই অন্য ছবি ছিল। হরিশ চ্যাটার্জী লেনে নেই কোনও লালবাতি গাড়ি। নেই কোনও তারকা। এক সময়ে যারা ভাইফোঁটা নিতে আসতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে, তাঁদের কাউকেই দেখা যায়নি। তবে এদিন সেই চেনামুখের ভিড় ছিল মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে। ফিরহাদ থেকে অরূপ, কে ছিলেন না সেখানে। এমনকী সেই ভিড়ে দেখা গেল খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাই বাবুনকে। যাকে নামের সমার্থক শব্দই দিদি, তাঁর বাড়িতেই দেখা মিলল না কোনও ভাইয়ের। গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের তরফে এদিন বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ভাই অর্থাৎ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, শান্তনু সেন-সহ একাধিক শীর্ষ নেতাকে ফোঁটা দেন ‘দিদি’ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তবে সবথেকে উল্লেখ যোগ্য হল, সেই তালিকায় ছিলেন



মমতার নিজের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঋতব্রত, ফিরহাদ এবং অরূপ সঙ্গে একসারিতে বসেই ফোঁটা নেন তাঁর ‘নতুন-দিদি’র কাছে। এরপরেই জল্পনা তাহলে কি বাবুনের নয়া পথ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস! বলে রাখা প্রয়োজন, মঙ্গলবার সন্ধ্যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যোগ দেন বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের কালীপুজোয়। সেখানে মায়ের আরতিও করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বাবুন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুর উদ্দেশে বাবুন বলেন, দাদা বললেন, কালীপুজোয় তোমাদের কাছে আসতে পেরে ভালো লাগল। শুভেন্দু দার কাছে একটাই প্রার্থনা, দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তবে ব্যস্ততার কারণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে তাঁর বেশি কথা হয়নি, তাও জানান বাবুন। এরপরেই এদিন তাঁর এহেন পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতিতে নয়া জল্পনা তৈরি করেছে। তবে ভাইফোঁটা প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা অর্থাৎ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগে যারা ভাইফোঁটা নিতে যেতেন, তাঁদের কাছেই শুনেছি ‘পিক এন্ড চুজ’ হিসাবে ফোঁটা দেওয়া হতো। কিন্তু এখানে তা ছিল না। সবাই এসেছে। ফোঁটা নিয়েছে। তবে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া সমালোচনা করেছেন মমতাপন্থী নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাবুন কার্তিকদের মায়ের মতো মানুষ করেছে দিদি। সত্যিকার অর্থেই তা করেছেন। আজ তাঁরা যদি অন্য কথা বলে আলাদা কথা।

সত্যিই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ‘বাসনা’ ছিল প্রণবের! মুখ খুললেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, অধীর চৌধুরীররা

সংসদীয় রাজনীতিতে যে কোনও সঙ্কট সামলে দেওয়ার দক্ষতা ছিল তাঁর! ট্রাবলশ্যুটার বা ক্রাইসিস ম্যানেজার হিসাবে ভারতীয় রাজনীতির অলিন্দে ছিল প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতি কূটনৈতিক বুদ্ধির জোরেই তিনি সামলে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে কয়েকটা বছর। নতুন করে ফের একবার চর্চায় তিনি। সৌজন্যে সোনিয়া গান্ধীর প্রকাশিত আত্মজীবনী ‘বিলঙ্গিং আ জার্নি অফ লাভ’। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০১০ সালে সোনিয়া গান্ধীর কাছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন প্রণব। এহেন দাবি ঘিরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। সত্যিই কি প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন প্রণববাবু? এক্ষেত্রে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গেই কার্যত একমত কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমারও মনে হয়েছে প্রণববাবু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এই বিষয়ে মুখে না বললেও বারবার তাঁর কথায় সেটা মনে হয়েছে বলে মন্তব্য কংগ্রেস নেতার। এক্ষেত্রে আন্না হাজারের দীর্ঘ আন্দোলন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে যখন তেলেঙ্গানা হল, সেই সময়কার পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন তিনি। বই প্রকাশ্যে আসতে বিজেপি নেতৃত্ব সোনিয়াকে নিশানা করছে। এর জবাব কংগ্রেস



নেতারা তাঁদের মতো করে দিয়েছেন। প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য এখানেই বলছেন আন্না হাজারের সময়ের ঘটনার কথা। ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে আন্না হাজারে দেশজুড়ে থরহরি কম্প ধরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রদীপবাবুর কথায়, তসেই সময় প্রণববাবু সেই ক্রাইসিস কীভাবে সামলানো যেত তার কৌশল বলেছিলেন।দ কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে সেই ক্রাইসিস কীভাবে মেটানো যেত সেইভাবে কি কিছু বলেছিলেন? তকখনওই নাদ, প্রদীপবাবু বলছেন, তকখনওই সেসব বলতেন না, কখনওই তাঁর হয়ে প্রণববাবু কারও কাছে ওকালতি করার কথা বলেননি। তবে এটা বলতেন যে, এই ক্রাইসিস অন্যভাবে ম্যানেজ করা যেত। এমন কিছু উপায়ের কথা

বলতেন যেগুলো তাঁর মাথা থেকেই বেরনো সম্ভব ছিল। ফলে সেই সমস্যা আরও আগে আরও সহজে মিটিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু এটা বলেননি যে, তিনি ওই জায়গায় থাকলে এটা করতেন। অন্যদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সম্পর্কে সেই অসম্মানের কথা কখনও তিনি বলেননি, বরং পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় ছিল দুজনের মধ্যে।দ প্রদীপবাবুর কথায়, তএই কথাগুলি থেকেই আমরা বুঝতাম প্রণবদার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুপ্ত বাসনা ছিল।দ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ভাগের সময়ও যে সমস্যা সামনে এসেছিল, তা সামলাতে শেষপর্যন্ত প্রণববাবুর উপরই দায়িত্ব বর্তেছিল বলে মনে করান প্রদীপবাবু। সঙ্গে বলেন, তমনে রাখতে হবে প্রণববাবু যখন দেশের অর্থমন্ত্রী, তখন মনমোহন সিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। পরে সেই মনমোহন সিং-ই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু দুজনের সম্পর্কে এতটুকু মিষ্টতার অভাব হয়নি।দ অন্যদিকে সোনিয়া গান্ধীর বই’য়ে লেখা বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, দসোনিয়া গান্ধী তার ভাবনার কথা লিখেছে। সেগুলোকে নানা রকম ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এগুলো তো উত্তর আমি দিতে পারব না।দ এই প্রসঙ্গে অধীর জানান, ইউপিএ সরকারের সময় এমপাওয়ার্ড কমিটি তৈরি করা হত। একাধিক সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রণব বাবু। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, দসোনিয়া গান্ধী প্রণববাবুকে সবসময় বিদ্যান, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত মানুষ হিসাবে সম্মান দিতেন। কিন্তু সেই কথা কেউ বলছেন না। বিতর্ক খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে। যেখানে একটা ভাবনার কথা সোনিয়া গান্ধী বলছেন, সেটাই এটার সঙ্গে প্রণববাবুর কোনও বিরোধ নেই।দ

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 4

সম্পাদকীয়

১১ নভেম্বর ২০২৬ ।। বুধবার

বাজি নয়,পাখিপ্রেম

উৎসব মানেই আলো,আনন্দ, নতুন পোশাক, মিষ্টিমুখ আর প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলন।কিন্তু সেই আনন্দ উদ্‌যাপনের নামে অন্য কোনও প্রাণের জীবনে আতঙ্ক তৈরি করা কি সত্যিই প্রয়োজন?শব্দবাজির তীব্র আওয়াজ,ধোঁয়া আর পরিবেশদূষণে যখন মানুষ থেকে পশুপাখি সকলেই বিপর্যস্ত,তখন পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন তামিলনাড়ুর একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। গত ২০ বছর ধরে তাঁরা দীপাবলি পালন করছেন বাজির শব্দ ছাড়াই। কোনও সরকারি নির্দেশের অপেক্ষা নয়, কোনও প্রশাসনিক চাপ নয়, সম্পূর্ণ নিজেদের বিবেক ও ভালোবাসা থেকেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। আর এই সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রয়েছে কিছু নিরীহ পাখির নিরাপদ আশ্রয়। তামিলনাড়ুর ইরোড জেলার ভেল্লোডে পাখিরালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই অসাধারণ পরিবেশবান্ধব সংস্কৃতি। পাখিদের প্রজনন ও বসবাসের স্বাভাবিক পরিবেশ যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেই ভাবনা থেকেই আশপাশের এক ডজনেরও বেশি গ্রামের মানুষ দুই দশক আগে বাজি না পোড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মেট্টুপালায়ম, পুঙ্গাম্বাডি, এল্লাপালায়ম, চেল্লাপালায়ম, কুথাপালায়ম, ভাদাগালপুদুর ও কালারপালায়ম-সহ একাধিক গ্রামের মানুষ আজও সেই অঙ্গীকার পালন করে চলেছেন।সময় বদলেছে, প্রজন্ম বদলেছে, উৎসবের ধরনেও এসেছে পরিবর্তন। কিন্তু পাখিদের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতায় কোনও পরিবর্তন আসেনি।ভেল্লোডে পাখিরালয় শুধু একটি জলাভূমি নয়, হাজার হাজার পাখির কাছে এটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল।প্রায় ২৪০ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই পাখিরালয়ের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০ একরের একটি জলাশয়। কোথাও কোথাও তার গভীরতা ৩০ ফুট পর্যন্ত। লোয়ার ভবানী প্রকল্পের খাল থেকে চুঁইয়ে আসা জল এবং বর্ষার জলে পুষ্ট হয় এই জলাশয়।প্রতিবছর অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত এখানে শুরু হয় পাখিদের আনাগোনা। প্রজননের মরশুমে দেশি-বিদেশি অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।পেইন্টেড স্টর্ক, এশিয়ান ওপেনবিল, ব্ল্যাক-হেডেড আইবিস, লিটল কর্মোর্যান্ট, গ্রে হেরনের মতো নানা প্রজাতির পাখি এখানে আশ্রয় নেয়। শুধু তাই নয়, সাইবেরিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আসে এই জলাভূমিতে।পেলিক্যান, স্যান্ডপাইপার, ক্যাস্পিয়ান টার্ন, ব্ল্যাক-নেকড স্টর্কের মতো পাখিরা জলাশয়ের মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে।এখানেই বাসা বাঁধে,ডিম পাড়ে, বাচ্চাদের বড় করে।তারপর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে যায় নিজেদের গন্তব্যে।প্রকৃতির এই চিরন্তন যাত্রায় ভেল্লোডে হয়ে উঠেছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা।কিন্তু মানুষের সামান্য অসচেতনতা এই স্বাভাবিক পরিবেশকে মুহূর্তে বিপন্ন করে তুলতে পারে।দীপাবলির রাতে বাজির বিকট শব্দে পাখিরা আতঙ্কিত হয়। ধোঁয়া ও বিষাক্ত রাসায়নিক তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে প্রজননের মরশুমে এমন পরিস্থিতি পাখিদের বাসা ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতে পারে। ডিম ও সদ্যোজাত ছানাদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই গ্রামের মানুষ বুঝেছিলেন, নিজেদের কয়েক ঘণ্টার আনন্দের জন্য হাজার হাজার নিরীহ প্রাণের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না।তাই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন এক অন্য পথ। স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনার কথায়, পাখিদের ভয় না দেখিয়ে নিরাপদে বাঁচতে দেওয়াই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দ।

শ্বাসের অধিকার বনাম উৎসবের আলো

সুনীল মাইতি
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক





উৎসব মানেই আলোকে রোশনাই; অন্ধকারের বুক চিরে আশার প্রদীপের মৃদু শিখা আর অন্তরের গহীনে আনন্দের জোয়ার। কিন্তু এই আনন্দোৎসব যখন প্রতি বছর উত্তর থেকে পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ জনপদকে এক অদৃশ্য বিষাক্ত গ্যাসচেম্বারে পরিণত করে; তখন উৎসবের রূপকার আনন্দ আর অনুভূতির পরিসর ছাড়িয়ে চরম এক বেঁচে থাকার সংকটে গিয়ে ঠেকে। দীপাবলির ঠিক পরপরই প্রতি বছর যে দৃশ্যপট আমাদের সামনে আসে; তা নিছকই কিছু আতশবাজির ধোঁয়া কিংবা কয়েকদিনের কুয়াশা নয়;এটি আমাদের পরিবেশগত নীতি; প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের এক বেআব্রু দলিল। প্রশ্ন হলো; এই দূষণের মারপ্যাঁচ আসলে কার? এটা কি কেবলই একরৈখিক উৎসবের ফল; নাকি এর গভীরে লুকিয়ে রয়েছে কাঠামোগত ব্যর্থতার এক দীর্ঘ ইতিহাস? দীপাবলির রাতে বা পরের দিন সকালে মেগা সিটি থেকে শুরু করে মফস্বলের আকাশেও যে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য ধোঁয়ার আস্তর তৈরি হয়; তা এক ভয়ঙ্কর জনস্বাস্থ্য সংকটের ইঙ্গিত দেয়। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স যখন 'মারাত্মক' বা সেভারে ক্যাটাগরিতে পৌঁছে যায়; তখন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেয়ার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের মতে; এই মৌসুমে বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা বা পিএম ২.৫(পি এম ২.৫) এবং পিএম ১০(পিএম ১০)- এর মাত্রা নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যায়। এই কণাগুলো ফুসফুসের প্রাচীর ভেদ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়; যার ফলে হাঁপানি; ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো; এই সংকট আজ আর একদিন বা এক রাতের ঘটনা; এটি শীতের প্রাক্কালে বছরের পর বছর ধরে পুনরাবৃত্ত এক ঋতুভিত্তিক ট্রাজেডিতে পরিণত হয়েছে। এই দূষণের উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রায়শই একপেশে দোষারোপের খেলায় মেতে উঠি। একশ্রেণীর তাত্ত্বিক কেবল দেওয়ালিখুশির অন্তরালে ফোড়ন কাটা আতশবাজিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। নিঃসন্দেহে শব্দ ও আলোকবাজির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বায়ুমন্ডলে বিষাক্ত রাসায়নিক যেমন সালফার ডাই অক্সাইড; নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং সীসার পরিমাণ বিপদজনক ভাবে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যাটি কেবল একটি রাতের বাজি পোড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে সত্যের অপলাপ হবে। দীপাবলি-উত্তর এই বাঙ্ময় স্তবতার পেছনে কাজ করছে এক জটিল ভৌগলিক ও ঋতুভিত্তিক সমীকরণ। ঠিক এই সময়টিতে উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শীতে বাতাস ভারী হয়ে আসে; বাতাসের গতিবেগ কমে যায় এবং উষ্ণতার বিপরীতমুখী স্তরবিন্যাস তৈরি হয়। এর ফলে ধূলোবালি ও দূষিত কণাগুলো ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আটকে থাকে; সহজে ওপরে উঠতে পারে না। এর সাথে যোগ হয় পাঞ্জাব; হরিয়ানা; উত্তরপ্রদেশের একাংশে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর মতো ত্রুটিপূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাপনা। যদিও প্রশাসন ও আদালতের হস্তক্ষেপে গত কয়েক বছরে এই প্রবণতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়েছে; তবুও বিকল্প প্রযুক্তির অভাবে প্রান্তিক কৃষকদের খড় পোড়ানোর হাত থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করা যায়নি। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা এই ধোঁয়া এবং ধূলিকণা পূর্ব এবং মধ্য ভারতের বায়ুমণ্ডলকে আরও বেশি ভারী ও বিষাক্ত করে তোলে। অন্যদিকে, অপরিকল্পিত নগরায়ণ,লাগামহীন নির্মাণকাজ; এবং শহরগুলোতে যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়া এই পরিস্থিতিকে এক স্থায়ী রূপ দেয়। এই সামগ্রিক সংকটের পিছনে রয়েছে নীতি নির্ধারণে দূরদর্শিতার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা। যখন শীতের আগমন বার্তা ও উৎসবের দিনক্ষণ পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট থাকে, তখন প্রশাসন কেন আগে থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না? আদালতের নির্দেশিকা জারি করা; দীপাবলীর নির্দিষ্ট কয়েক ঘন্টার জন্য সবুজ বাজি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া কিংবা শেষ মুহূর্তে লোক দেখানো ধরপাকড় করা; এগুলো কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। যখন আইন বলবৎ করার সময় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখা যায় এবং উৎসবের ধর্মীয় আবেগকে সামনে রেখে প্রশাসনিক পদক্ষেপ দুর্বল হয়ে পড়ে; তখন এই সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যায়। দূষণের এই মারপ্যাঁচ ভাঙতে হলে আমাদের খণ্ডকালীন বা চ্যারিটেবল পদক্ষেপ থেকে বেরিয়ে এসে দীর্ঘমেয়াদী ও কঠোর নীতি প্রণয়নে ব্রতী হতে হবে।প্রয়োজন একটি সুসংহত এবং বিজ্ঞানসম্মত কর্ম পরিকল্পনা। প্রথমত, বাজি প্রস্তুতকারী শিল্প গুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে চালিত করতে হবে এবং এর নিয়মভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর আর্থিক এবং আইন শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের ওপর কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না চাপিয়ে; তাদের ধান কাটার আধুনিক যন্ত্র যেমন যেমন 'হ্যাপি সিডার' বা বায়ো-ডিকারম্পোজার সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে সরবরাহ করার রূপরেখা বাঙ্ময় স্তবায়ন করতে হবে; যাতে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর কোনো প্রয়োজনই না পড়ে। তৃতীয়ত; শহরাঞ্চলে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও দূষণমুক্ত করতে হবে এবং ধূলো নিয়ন্ত্রণের জন্য যান্ত্রিক উপায়ে রাস্তা পরিষ্কার ও জল ছিটানোর ব্যবস্থা সারা বছর ধরে চালু রাখতে হবে। চতুর্থত; সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের স্তর থেকে গণমাধ্যমে জোরদার প্রচার চালাতে হবে,যাতে উৎসব পালনের মধ্যেই প্রকৃতির সুরক্ষার ভাবনাটি নিহিত থাকে। উৎসব আমাদের সংস্কৃতি এবং প্রাণের অঙ্গ। আলোর উৎসব কখনো অন্ধকারের বার্তা নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি এই সংকটকে কেবল একটি মৌসুমী সমস্যা হিসেবে উড়িয়ে দিই এবং কাঠামোগত ত্রুটিগুলো দূর করার সদিচ্ছা না দেখাই; তবে আগামী প্রজন্মকে খাঁচার ভিতর বন্দি পাখির মত কৃত্রিম অক্সিজেনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে । দীপাবলির প্রদীপ জ্বালানোর আনন্দ তখনই সার্থক হবে; যখন সেই আলোর পাশাপাশি প্রতিদিন নাগরিকের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার; একটি নির্মল ও সুস্থ আকাশ, অক্ষুণ্ণ থাকবে। আত্মোপলব্ধির সময় এখনই; নতুবা উৎসবের এই রঙিন আলো একদিন আমাদের নিজেদের তৈরি করা কালো ধোঁয়াতেই চিরতরে হারিয়ে যাবে।

জাতীয় শিক্ষা দিবস



অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা, যা কেবল একজন মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করে না বরং একটি গোটা জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারা এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং দেশে শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধির বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছর ১১ নভেম্বর ভারতে 'জাতীয় শিক্ষা দিবস' পালিত হয়।দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মুকুটে তাঁর অসামান্য অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতেই তাঁর জন্মবার্ষিকীটিকে এই বিশেষ দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একাধারে এক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রাজ্ঞ পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদ। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একটি স্বাধীন দেশের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে তার নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলার ওপর। তাঁরই উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সাহিত্য আকাদেমি,সংগীত নাটক আকাদেমির মতো প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল, যা আজো দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে দেশের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা। ১১ নভেম্বর দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শিক্ষার অধিকার কেবল একটি সুযোগ নয়, এটি প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার।বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমাদের সমাজে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়। বিশেষ করে নারী শিক্ষা এবং প্রান্তিক অঞ্চলের শিশুদের পড়াশোনা নিশ্চিত করার লড়াই এখনো চালিয়ে যেতে হচ্ছে।১১ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষা দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর পাশাপাশি এর মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 5

শীতের আমেজে বীরভূমের বক্রেশ্বরে পর্যটকদের ভিড়

দুবরাজপুর ঃ শীতের মরশুম পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ছে বীরভূমের পুণ্যভূমি বক্রেশ্বরে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ ছুটে আসছেন এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে। শীতের সকালে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করার এক আলাদা আমেজ রয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরে পুজো দিয়ে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্মীয় পরিবেশ এবং উষ্ণ প্রস্রবণের আকর্ষণে বক্রেশ্বর বরাবরই পর্যটকদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। বিশেষ করে



শীতকালে এখানে ঘুরতে আসার আনন্দই আলাদা। তাই শীতের ছুটিতে আপনিও চলে আসুন বীরভূমের বক্রেশ্বরে। উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করুন, বাবা বক্রেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিন এবং প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে ঘুরে উপভোগ করুন এক সুন্দর দিন।

ক্যামেরার নজর এড়িয়ে ফের পলায়ন ! বক্সার বাঘিনীকে সামলাতে গিয়ে জেরবার বন দপ্তর

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে বিটিআর টিএফ-১ বাজিমাৎ করা 'ডুয়ার্স রানি' বাঘিনীকে সামলাতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে বন দপ্তরের কর্তাদের। রেডিও কলারের পর এবার ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা ও প্রশিক্ষিত বনকর্মীদের নজরদারি এড়িয়ে বাঘিনীর বারবার খাঁচা বা এনক্লোজার ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একটিমাত্র বাঘিনীকে ঘিরেই যদি এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বক্সায় ছাড়লে নিরাপত্তা বজায় রাখা কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে, তা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে ওয়াইল্ডলাইফ মহলে। গত ৩০ অক্টোবর আলিপুরদুয়ারে পা রাখার পর থেকে এই বাঘিনীকে নিয়ে একের পর এক বিতর্ক ও নাটকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে আনা, রেডিও কলার পরানো, অসমে পালিয়ে যাওয়া এবং ১২ দিন পর ফের ফিরিয়ে আনার পর গত রবিবার ফের এনক্লোজারের মাটি খ ুঁড়ে বাঘিনী পালিয়ে যায়। বন দপ্তরের দাবি, বাঘিনী মাটিতে প্রায় আড়াই ফুট গর্ত বা 'সিঁধ' কেটে বেরিয়ে পড়েছে। বর্তমানে সে বক্সার ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই, বিশেষ করে পানবাড়ি বনবস্তি সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। যদিও সে আবার জঙ্গলের কোর এলাকার দিকে ফিরে গিয়েছে বলে খবর। বাঘিনীর ওপর নজর রাখতে



বর্তমানে ১০০ জন বনকর্মী এবং তিনটি কুনকি হাতি মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে জলদাপাড়া থেকেও আরও কুনকি হাতি আনা হতে পারে। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (ঢজ্জজ্জ) আধিকারিকরাও পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখ ছেন। বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ অবশ্য দাবি করেছেন, ত্বাঘিনী একদম সুস্থ আছে এবং জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে। চিন্তার কোনো বিষয় নেই। আগের থেকে নিরাপত্তা তিন গুণ বাড়ানো হয়েছে।দ মন্ত্রী আরও জানান, অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই বাঘিনীটি জঙ্গলে ফেরার জন্য মরিয়া ছিল এবং গত কয়েকদিন ধরে সে এনক্লোজারের বিভিন্ন জায়গায় গর্ত করার ও ফেন্সিং ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছিল। রবিবার বাঘিনীর গর্ত খোঁড়ার বিষয়টি বনকর্মীদের কাছে 'স্বাভাবিক' ঠেকেছিল বলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে নজরদারির এই ত্রুটি এবং গাফিলতি খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায় বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী। বাঘিনীর এর আগের বারের অসম পালানোর ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে এবার বাড়তি সতর্কবার্তা নিয়েছে বন দপ্তর। বাঘিনী যদি ফের সংকোশ নদী পার করে অসমের দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে, তবে তাকে আটকে বনের মধ্যেই রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রয়োজনে কুনকি হাতি ব্যবহারের পাশাপাশি বাজি-পটকা ফাটিয়ে বা শূন্যে গুলি ছুড়ে তাকে বক্সার জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল নেওয়া হতে পারে। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (ঈঞঅ)-র নিয়ম মেনে এবং বাঘিনীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তাকে বক্সার জঙ্গলেই সুরক্ষিত রাখতে বদ্ধপরিকর বন দপ্তর।

কালনায় মাখা সন্দেশের দামে সর্বকালীন রেকর্ড !

কালনাঃ কালনায় মাখা সন্দেশের দামে সর্বকালীন রেকর্ড ! ৫০০ টাকা কেজি, তবুও আড়াইশো রকমের মিষ্টির পসরা সাজিয়ে চমক ব্যবসায়ীর। মঙ্গলবার রাত পোহালেই ভাইফোঁটা। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে মিষ্টিমুখ করানোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বোনেরা। আর সেই উৎসবের আবহেই কালনায় দাম বাড়ল বিখ্যাত মাখা সন্দেশের। ভাইফোঁটার আগে কেজিপ্রতি মাখা সন্দেশের দাম পৌঁছল ৫০০ টাকায়, যা সর্বকালীন রেকর্ড বলে দাবি মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। শুধু মাখা সন্দেশই নয়, ছানার দামও কেজিপ্রতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১০ টাকা। পাশাপাশি বেড়েছে চিনির দামও। গুণগত মান বজায় রেখে মিষ্টি তৈরি করতে গিয়ে বাধ্য হয়েই দাম বাড়াতে হয়েছে বলে দাবি বিক্রেতাদের।তবে মিষ্টির দাম বাড়লেও ভাইফোঁটার বাজারে কোনও খামতি রাখতে চান না মিষ্টিপ্রেমীরা। আর এই উৎসবকে আরও মিষ্টিমুখর করে তুলতে কালনার বারুইপাড়া এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী অভিজিৎ মোদক সাজিয়ে তুলেছেন প্রায় আড়াইশো রকমের হরেক স্বাদের মিষ্টির পসরা। কেশর কালাকাঁদ, বেক কালাকাঁদ, রোজ তালশাঁস, ম্যাঙ্গো তালশাঁস, বাটারস্কচ সন্দেশ, পাইনঅ্যাপেল সন্দেশ, মুগের নাড়ু, মুগের



বরফি-সহ চোখ ধাঁধানো নানা ধরনের মিষ্টি রয়েছে তাঁর দোকানে। দাম শুরু মাত্র ১২ টাকা থেকে, সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত। ফলে সাধ্যের মধ্যে পছন্দের মিষ্টি বেছে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে ক্রেতাদের সামনে। মিষ্টি ব্যবসায়ী অভিজিৎ মোদক জানান, গত বছর ১০ টাকা থেকে সন্দেশের দাম শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবছর ছানার দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই ১২ টাকা থেকে দাম শুরু করতে হয়েছে। ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন দোকানের কর্মচারীরাও। তাঁদের এখন নাওয়া-খ াওয়ারও সময় নেই। অন্যদিকে, শুধু স্থানীয় ক্রেতারাই নন, দূরদূরান্ত থেকেও মিষ্টি কিনতে আসছেন অনেকে। দমদম থেকে কালনায় মিষ্টি কিনতে আসা এক ক্রেতার কথায়, তাঁদের এলাকার তুলনায় কালনায় মিষ্টির দাম অনেকটাই কম। পাশাপাশি মিষ্টির গুণগত মানও অত্যন্ত ভালো।

তাই এখান থেকেই মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।সব মিলিয়ে ভাইফোঁটার আগে জমজমাট কালনার মিষ্টির বাজার। দাম নিয়ে যতই আলোচনা থাকুক, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার পর নিজের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়ার আনন্দই যেন সব হিসেবকে হার মানাচ্ছে। আর সেই আনন্দকে আরও মিষ্টিময় করে তুলতেই কালনার মিষ্টির দোকানে এখন শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা।

বাড়ছে জল দূষণ, আর নেই মাছ, অস্তিত্বসংকটে লছকা নদী

কালীপুজো শেষ। অথচ এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন কাউয়াখাড়িতে লছকা নদীতে পড়ে রয়েছে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো। শুধু তাই নয়, এলাকার আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলা হচ্ছে নদীর বুকে। এর জেরে নদীর জল ব্যাপক দূষিত হচ্ছে। একসময় যে নদীতে প্রচুর সংখ্যক মাছ পাওয়া যেত, এখন তা কার্যত অদৃশ্য। তখন মাছ ধরে এলাকার অনেক মানুষ জীবিকানির্বাহ করতেন। সেই চেনা ছবি বদলে গিয়েছে। এ ছাড়া অবৈধভাবে নদীর পাড় দখল হয়ে যাচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ও জলজ জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদী প্রায় নালায় পরিণত হয়েছে। না আছে জল, না আছে মাছ। এক কথায় অস্তিত্বের সংকটে লছকা নদী। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নজরদারির জোরালো দাবি উঠছে। অন্যথায় উত্তরবঙ্গের মানচিত্র থেকে নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। সোমবার কাউয়াখাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, মেডিকেল কলেজ মোড় সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া সড়কের লছকা সেতুর পাশে নদীতে পড়ে রয়েছে বেশ কিছু



দুর্গা প্রতিমার কাঠামো। স্থানীয় বাসিন্দা জয়মণি রায় জানালেন, স্থানীয় একটি পুজো কমিটি এখানে বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার করেনি। আবর্জনা ফেলতে ফেলতে নদীতে আর সেভাবে জল নেই। ধনঞ্জয় সিংহ নামে এক প্রবীণ বাসিন্দা আক্ষেপের সুরে বললেন, 'একসময় নদীর জলে মিলত কালবোস, দাঁড়কিনা, শোল, মাগুরের মতো নানা প্রজাতির মাছ। নদীকে ঘিরে ছিল স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকা। আমরা রাতে লণ্ঠন নিয়ে মাছ ধরতাম। সকালে বাজারে বিক্রি করতাম। এখন মাছ হারিয়ে গিয়েছে।' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লছকার চেনা ছবি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলা এই নদীর বেশ কিছু অংশ সিমেন্টের খুঁটি ও বেড়া দিয়ে দখল করেছিল একটি সংস্থা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশ পেতেই অবশ্য দখলমুক্ত হয়। কিন্তু এভাবে কতদিন? প্রশাসনের নজরদারি কোথায়, এই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। বাউনিভিটার হেমন্ত সিংহ স্মৃতিমন্থন করে বলেন, 'ভাদ্র মাসে নদীর জল কমে গেলে কচুরিপানা সরিয়ে টিনের সঙ্গে রশি বেঁধে জলসেচ করে মাছ ধরতাম। এখন তো নদীতে জলই থাকে না, মাছ থাকবে কোথায়। নদীর পাড় দখল হচ্ছে। আবর্জনা ফেলায় নদী দূষণে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে।' নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা পরিবেশপ্রেমী বিপ্লব রায়ের কথা, 'একসময় তারাবাড়ি ফরেস্ট থেকে লছকার উৎপত্তি হয়।

মেদিনীপুর শহরে ছটঘাট পরিদর্শনে বিধায়ক

১৫ নভেম্বর রবিবার দেশ জুড়ে পালিত হবে ছট পূজা। এখন থেকেই ছট পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও ছট পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মেদিনীপুর শহরের কংসাবতী নদীর ঘাট গুলিতে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরের ছট পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।। মেদিনীপুর শহরের গান্ধীঘাট, ডিএভি ঘাট, অনিকেত ঘাটে প্রতিবছর ন্যায় এবছরও বহু মানুষ এসে কংসাবতী নদীর জলে পূর্ণ স্নান করে সূর্যদেবের পূজা করবে। তাই ছট পুজো পড়তে আসা বন্যার্থীরা যাতে কোন অসুবিধার মধ্যে না পড়ে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার মেদিনীপুরে বিধায়ক ডক্টর শংকর কুমার গুছাইত মেদিনীপুর শহর লাগবো কংসাবতী নদীর ঘাট গুলি ঘুরে দেখেন। তিনি নদীঘাট গুলি পরিদর্শন করার পর জানান এ বছর ছট পুজো করতে আসা পণার্থী দের জন্য সমস্ত রকমের আয়োজন করা হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 6

মশালের আলোয় দেবী-কে কাঁধে নিয়ে দৌড়, কালী বিসর্জনে আজও অটুট প্রাচীন রীতি



৩০০ বছরের ঐতিহ্য, মশালের আলোয় মাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়; মুস্থলীর বোলতলা কালী বিসর্জনে আজও অটুট প্রাচীন রীতি। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মুস্থলী গ্রামের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ জাগ্রত বোলতলা কালীমায়ের পুজো। স্থানীয় মানুষের কাছে দেবী 'মেজঠাকরুন' নামেও পরিচিত। প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই শ্যামা আরাধনাকে ঘিরে রয়েছে নানা লোককথা, অলৌকিক বিশ্বাস এবং বংশপরম্পরায় চলে আসা একাধিক প্রাচীন রীতি। সময়ের পরিবর্তন ঘটলেও দেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের আবেগ ও ভক্তিতে এতটুকু ভাটা পড়েনি। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় তিন শতাব্দী আগে এক তন্ত্রসাধক গ্রামের একটি বকুল গাছের নীচে ছোট্ট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দেবীর আরাধনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে সেই সাধকের মৃত্যু হলে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওই স্থানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ধীরে ধীরে দেবীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। ভক্তদের দান ও সহযোগিতায় একসময় ওই স্থানে নির্মিত হয় বিশাল মন্দির। সেই থেকেই বোলতলা কালীমায়ের পুজোকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক গভীর ধর্মীয় আবহ। শুরুর দিকে স্থানীয় জমিদাররাই দেবীর পুজোর দায়িত্ব সামলাতেন। জমিদারি প্রথার অবসানের পর তাঁদের কাছ থেকে পুজোর দায়িত্ব পান এলাকার বাসিন্দা রানি দাস। তাঁর পরিবারের হাত ধরেই দীর্ঘদিন ধরে পুজোর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। রানি দাসের উত্তরসূরি অশোক কুমার দাস জানান, চার পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবার এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে পুজোটি সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটির উদ্যোগেই সমস্ত পুজোর আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়। তবে বোলতলা কালীমায়ের পুজোর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে বিসর্জনের অভিনব রীতির জন্য। বিসর্জনের দিন এলেই মুস্থলী গ্রামে তৈরি হয় এক অন্যরকম আবহ। মাকে কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য গ্রামবাসী ও ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় প্রবল উৎসাহ। এখানে প্রতিমা বহনের জন্য আলাদা করে বাহক নির্বাচন করতে হয় না। বরং দেবীকে কাঁধে নেওয়ার সুযোগ পেতে ভক্তদের মধ্যে চলে একপ্রকার প্রতিযোগিতা। মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আবেগ থেকেই এই দৃশ্যের অবতারণা। বিসর্জনের সময় পাটকাঠির মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে গ্রামের পথঘাট। সেই আলোকে সঙ্গী করে কাঁধে প্রতিমা নিয়ে দৌড়ে পাশের আমডাঙা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন বাহকরা। সেখানে বুড়ো শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফের মুস্থলীতে ফিরে আসেন তাঁরা। এরপর মন্দির সংলগ্ন পুকুরে সম্পন্ন হয় দেবীর বিসর্জন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই বিশেষ রীতিই বোলতলা কালীমায়ের বিসর্জনকে অন্য সমস্ত পুজোর থেকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। বিসর্জনের সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, তার জন্য সতর্ক থাকে কাটোয়া থানার পুলিশ প্রশাসনও। আসলে মুস্থলীর বোলতলা কালীমায়ের পুজো কেবলমাত্র কয়েক দিনের ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি গ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং মানুষের গভীর বিশ্বাসের এক জীবন্ত নিদর্শন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে ঐতিহ্যকে আগলে রেখেছেন গ্রামের মানুষ, আজও সেই পরম্পরাই সমান মর্যাদায় এগিয়ে চলেছে।

বন্যার জল বের করতে ডাইভারশন চ্যানেল নির্মাণের উদ্যোগ



বর্ষায় জলমগ্নতার সমস্যা থেকে গ্রামবাসীদের মুক্তি দিতে এবার বাগনান-২ ব্লকে বন্যার জল দ্রুত বের করার জন্য ডাইভারশন চ্যানেল নির্মাণের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আবাসন প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং রাস্তা, সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিকের উপস্থিতিতে বাগনান-২ ব্লকের উত্তর বেনাপুর অঞ্চলে 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের অধীনে বন্যার জল অপসারণের জন্য ডাইভারশন চ্যানেল নির্মাণের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা ও উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কদ্বয়, হাওড়ার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত), মহকুমাশাসক, মহকুমা আরক্ষা আধিকারিক, বাগনান-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনুপম মল্লিক ও দেবাশিস সামন্ত। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের অধীনে হাওড়া জেলায় ইতিমধ্যেই একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিদিন কর্মদিবস তৈরির পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ডিসেম্বর থেকে মোট ২৯.৫০ লক্ষ পার্সন-ডে তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৫৮ লক্ষ পার্সন-ডে। অন্যদিকে, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের অধীনে জেলায় মোট ৩৯ হাজার ৮৪০টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৩৬ হাজার ৩৮৬টি বাড়ির নির্মাণকাজ চলছে। এখনও কাজ শুরু হয়নি ৩ হাজার ৪৫৪টি বাড়ির। অনুমোদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিসংখ্যানেও উঠে এসেছে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা। জেলায় মোট ২ হাজার ৫৩৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৬২৪টি কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অনুমোদিত কাজের তালিকায় রয়েছে ১ হাজার ১১০টি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প, ১৩৩টি সেচ খাল, ১১৩টি স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন, ৯১টি অন্যান্য গ্রামীণ সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন, ৫১টি গ্রামীণ শৌচালয়, ২১টি পুকুর সংক্রান্ত কাজ এবং ১৩টি জল সংরক্ষণ প্রকল্প। পাশাপাশি নতুন প্রকল্পের জন্য ৩ হাজার ২৯টি প্রস্তাবও নথিভুক্ত হয়েছে। প্রশাসনের পরিকল্পনায় রয়েছে পুলিশ স্টেশন, গ্রামীণ হাসপাতাল ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন। পুকুর সংস্কার, অমৃত সরোবর নির্মাণ, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং কমিউনিটি স্যানিটেশন কমপ্লেক্সের উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ আবাসন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন;এই চারটি বিষয়কে সামনে রেখেই হাওড়া জেলায় ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তর বেনাপুরে ডাইভারশন চ্যানেল নির্মাণের উদ্যোগ সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলায় সুরাজ ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, সুর চড়ালেন দিলীপ



বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও সাম্প্রতিক একাধিক ইস্যুতে সুর চড়ালেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা। রানাঘাট স্বাস্থ্য উন্নতি ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল হনুমান পুজোর শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত হয়ে তিনি দাবি করেন, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বাংলায় খুব শীঘ্রই সুরাজ এবং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। রানাঘাটের এই চোখধাঁধানো আয়োজন ও পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, দেখুন, হনুমানজি এসেছেন, আর আমরা সকলেই রামভক্ত। এখানে হনুমানজির ভব্য আরাধনা ও পুজো হচ্ছে। এত বড় মূর্তি এবং চমৎকার মণ্ডপ তৈরি হয়েছে দেখে খুব ভালো লাগছে। রামভক্তদের দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাম-বিরোধীরা তা করতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ভগবান রামই সেই সব বাধা সরিয়ে দিয়েছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন। এবার বাংলায় সুরাজ আসবে, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে। সেই আনন্দের শরিক হতেই আজ এখানে আসা। রানাঘাটের মাটিতে অতীতের স্মৃতিকথন স্মরণ করে তিনি আরও যোগ করেন, এর আগেও বহুবার রানাঘাটে এসেছি, সভা-মিছিল করেছি। তখনকার রাজনীতি ছিল রাম-বিরোধীদের হটানোর জন্য, আর এখনকার রাজনীতি ও লড়াই হচ্ছে বাংলায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ত্রিপুরা সহ সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষী বাহিনীর প্রসঙ্গে বলেন, পশ্চিমবঙ্গেও অতীতে বহুবার বিএসএফ-এর ওপর হামলা হয়েছে, জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে, এমনকি কোপানোও হয়েছে। কিন্তু সেই দিন আর নেই। এই ধরনের দেশবিরোধী বা দুষ্কৃতী শক্তিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে সরকার এখন প্রস্তুত। প্রশাসন ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে এই ধরনের দুঃসাহস দেখালে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রানাঘাটের আনুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের পাট্টা না পাওয়া এবং থমকে থাকা উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি আশ্বাস দিয়ে জানান, এটা কেবল রানাঘাট নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গেরই সমস্যা।

জগদ্ধাত্রী পুজো

উৎসবের প্রস্তুতিতে তৎপর হুগলীর জেলা প্রশাসন

সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে উৎসবের আবহে মেতে উঠতে চলেছে চন্দননগর। আর সেই উৎসবকে নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে হুগলি জেলা প্রশাসন ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। মঙ্গলবার চন্দননগরের কুঠির মাঠ, স্ট্যান্ড রোড-সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হতে চলেছে চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোর। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য আগমন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। পাশাপাশি গোটা শহরের পুজো মণ্ডপ, দর্শনার্থীদের যাতায়াত, নিরাপত্তা ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিনের প্রশাসনিক পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন কুমার গুহ-সহ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী জানান, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করেই এই পরিদর্শন। উৎসবের দিনগুলিতে যাতে সাধারণ মানুষ ও দর্শনার্থীরা কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হন এবং হুগলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি বিষয়ের উপর নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন কুমার গুহ জানান, এবছর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য উৎসব-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এই উৎসব। জগদ্ধাত্রী পুজোর পাশাপাশি চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জলভরা সন্দেশও উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে। বিধায়ক আরও জানান, আগামী ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসব। এই কয়েকদিন দেশ-বিদেশের সমস্ত দর্শনার্থীকে চন্দননগরে এসে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবে শামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানান তিনি। সব মিলিয়ে, জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে এখন থেকেই উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সকলে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 7

ইজরায়েলে বদলাচ্ছে ক্ষমতার সমীকরণ?



ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে ফের বসার স্বপ্ন কার্যত শেষ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে সরকার গঠনের জন্য সে দেশের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ ইতিমধ্যেই ২৮ দিনের সময় দিয়েছেন তাঁর প্রধান প্রবল প্রতিপক্ষ গাদি আইজেনকোটকে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতার বলয় থেকে সরে যেতে নারাজ নেতানিয়াহু। তাই এবার আইজেনকোটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠনের বার্তা দিলেন তিনি। সম্প্রতি 'ইয়াশার পার্টি'র নেতা আইজেনকোট জানিয়েছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকারে তিনি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর 'লিকুদ পার্টি'কে স্বাগত জানাবেন। তার একদিন পর, সোমবার নেতানিয়াহু সেই প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। জানিয়েছেন, একটি বৃহত্তর সরকার গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও ডাক দিয়েছেন তিনি। নেতানিয়াহু বলেন, তআমি একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। এটি এখন একান্ত প্রয়োজন। যদিও আইজেনকোট বা তাঁর দলের কোনও নেতা আনুষ্ঠানিক সমঝোতার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। তবে বিশ্লেষকদের মতে, নেতানিয়াহু-আইজেনকোট যদি সত্যিই হাত মেলান, তাহলে ইজরায়েলে বদলাতে চলেছে ক্ষমতার সমীকরণ। ইজরায়েলের আইনসভা 'কেনেসেট'-এ ১২০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৬১ আসন। সেখানে নেতানিয়াহুর জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন জোট ৪৮টি আসন পেয়েছে। এদিকে আরব দলগুলি পেয়েছে ১৯টি আসন। ফলে এই নির্বাচনে তারা 'কিংমেকার' হয়ে উঠে এসেছে। আরব দলগুলি জানিয়ে দিয়েছে, নেতানিয়াহুকে হটাতে তারা আইজেনকোটকে সমর্থন করবে। সহজ হিসাব বলছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে আরব দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে ফেলতে পারবেন আইজেনকোট। কিন্তু রাজনীতির জটিল মারপ্যাঁচ রয়েছে ইজরায়েলে। সেদেশে আরব দলগুলির অস্তিত্ব থাকলেও কূটনৈতিক মহলে তারা 'অচ্ছুত'। নেতানিয়াহু বা আইনজেনকোট কেউই 'অচ্ছুত' আরবদের সমর্থন নিতে আগ্রহী নন। যদিও তারা সমর্থন দেবে বলে জানিয়েছে এবং সেকারণেই আইজেনকোটকে সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট। এহেন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহুর জোট শরিকদের সঙ্গেও আলোচনা করছেন আইজেনকোট। সেরকম হলে আরবদের উপেক্ষা করে আবার নেতানিয়াহুর শরিকদের ভাঙিয়েই সরকার গড়ে ফেলতে পারেন তিনি। এই আবহে জোট সরকার গঠনের ইঙ্গিত দিলেন ইজরায়েলের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী।

কলকাতায় প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনকে দেশের সেরা করার চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর



জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। নিউটাউনে হতে চলা সেই অনুষ্ঠানের পোর্টাল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বেরিয়ে এসে কলকাতার অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করে তোলা চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি। বলেন, । মোদিজির মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই। এই প্রথমবার বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। সেই অনুষ্ঠানে বাংলা -সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী ভারতীয়রা কলকাতায় আসবেন। এই অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁরা ঘুরে যাওয়ার পর যখন বলবে সব জায়গার থেকে কলকাতার অভিজ্ঞতা সেরা। তখনই সার্থক হবে। বুধবার ঝটিকা সফরে দিল্লি গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। সেখানেই তিনি অনুষ্ঠানের পোর্টাল লঞ্চ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরুন।

কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি।দ বেরিয়ে এসে জানান, বঙ্গে প্রথমবার এই রকম অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আগে না হওয়ার কারণ নিয়ে বলতে গিয়ে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছে তিনি। বলেন, ৩৪৯ বছর বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের একই সরকার ছিল না। এর ফলে কোনও ইচ্ছাও দেখা যায়নি। কোনও অনুষ্ঠান করতে বলা হলে, তা করা হত না।দ পাশাপাশি জানিয়েছেন, ত্তাণতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকতে হবে এমন মানে নেই। তবে আগে আমাদের সব ছিল। শুধু ভিশন ছিল না। এই অনুষ্ঠান কলকাতায় করতে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তআমাদের এই অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা এই বছর যোগ দিবস করছে। সব থেকে বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুষ্ঠানও সেরা করে তুলব।দ তারপরই জানান, ত্বাংলায় সব কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ত্ব বাংলার সঙ্গে জড়িয়ে। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মেলবন্ধন রয়েছে। প্রাকৃতিকগত ভাবেও বাংলা অনেক উন্নত।

ভাসমান ফ্ল্যাট বেচে যাত্রীদের পথে বসাল মার্কিন জাহাজ



সিঙ্গাপুরঃ ডাঙায় নয়, জাহাজেই একটা আস্ত বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনে নিন। আর বাকি জীবনটা সেই জাহাজের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই গোটা বিশ্ব ঘুরে কাটিয়ে দিন! ঠিক এমনই এক ভাসমান আবাসন-এর স্বপ্ন দেখিয়েছিল মার্কিন সংস্থা। কিন্তু স্বপ্ন তো মাঝদরিয়াতেই ডুবল, উল্টে বিপুল দেনার দায়ে এবার খোদ সিঙ্গাপুর প্রশাসনের হাতে বাজেয়াপ্ত হল সেই মার্কিন প্রমোদতরী এমভি ওডিসি। ফ্লোরিডার সংস্থা ভিলা ভি রেসিডেন্সেস-এর অভিনব প্রস্তাব ছিল, এক লক্ষ কুড়ি হাজার থেকে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে জাহাজে একটি স্থায়ী কেবিন এককালীন কিনে নিতে হবে। এরপর আজীবন সেই জাহাজের বাসিন্দা হয়েই সমুদ্রে ভেসে কাটানো যাবে অবসর জীবন। এই প্রতিশ্রুতিতে মজে নিজেদের সারা জীবনের সঞ্চয় ঢেলেছিলেন দু'শোর বেশি মার্কিন নাগরিক। কিন্তু মাঝপথে প্রবল জ্বালানি সংকটের কারণ দেখিয়ে গত ২৭ অক্টোবর কম্বোডিয়ার সিহানুকভিল বন্দরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ওই বয়স্ক যাত্রীদের কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে পালায় জাহাজটি।

এরপর কম্বোডিয়া থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছতেই আদালতের নির্দেশে সেটিকে আটকে দেয় সেদেশের বন্দর কর্তৃপক্ষ। সংস্থার দাবি, ইরানের যুদ্ধের জেরে এশিয়ার অংশে জ্বালানির খরচ মারাত্মক বেড়ে যায়। কেবিন পিছু মাসিক জ্বালানি খরচ আঠারোশো ডলার থেকে একলাফে আট হাজার ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় এই ভাসমান জীবনের পরিষেবা চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সিঙ্গাপুর প্রশাসন জানিয়েছে, বকেয়া জ্বালানির বিল না মেটানোয় ঋণদাতাদের তরফে জাহাজটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জাহাজে এখন কোনও যাত্রী নেই, তবে ১৫৬ জন কর্মীর দেখভাল করছে ওই ঋণদাতা সংস্থাগুলিই। ভুক্তভোগী যাত্রীরা অবশ্য জানিয়েছেন, এই চরম পরিণতির আভাস তাঁরা আগেই পেয়েছিলেন। ২০২৪ সালে আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্ট থেকে যাত্রা শুরুর সময়েই চরম আর্থিক ডামাডোলের জেরে চার মাস দেরিতে ছেড়েছিল এই প্রমোদতরী। প্রথম থেকেই সংস্থার আর্থিক সংকট এতটাই চরমে ছিল যে, যাত্রীদের নিজেদেরই চাঁদা তুলে নিম্নপদস্থ কর্মীদের বকশিশ এবং জাহাজের জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শেষমেশ যাত্রীদের সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণ করে চিরতরে জলে গেল মাঝদরিয়ায় বিলাসবহুল জীবন কাটানোর কোটি টাকার স্বপ্ন।

দীপাবলিতে বাজি ফাটানো বড় বিষয় নয়', দাবি যোগীর



দীপাবলি ও ধনতেরাসে আতশবাজি পোড়ানোর প্রশংসা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দূষণ উদ্বেগ উড়িয়ে বললেন, দীপাবলিতে বাজি ফাটানো কোনও বড় বিষয় নয়। এমন দৃশ্য দেখাটা আনন্দদায়ক। একইসঙ্গে তিনি এ-ও জানিয়েছেন, অন্যান্য সমস্যার মতো এই সমস্যাও মিটে যাবে। বুধবার লখনউয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন যোগী। তিনি বলেন, আনুষ যদি একদিন বাজি ফাটায়, তাহলে তাতে দূষণ সৃষ্টি হয়! আর দূষণ হলে তা প্রশমিতও হয়ে যাবে।

কোনও সমস্যা নেই। মানুষ যে ধুমধাম করে দীপাবলি পালন করেছেন, বাজি ফাটিয়েছেন, সেটা ভালো। আমরা কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিইনি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, যাঁরা নিজেদের দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাকেই দূষিত করে তোলে, তাঁদের নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয় না। অথচ সাধারণ মানুষ যদি একদিন আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দ করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই দূষণের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। একইসঙ্গে দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যোগী। তাঁর বক্তব্য, যদি দূষণ হয়েও থাকে, তাহলে তা এমনিতেই কমে যাবে। দীপাবলি উদযাপনের প্রশংসা করে যোগী বলেন, আনুষ যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আতশবাজি ফাটিয়েছেন, তা দেখে আমি আনন্দিত। আমাদের বিজেপি সরকার কোনও বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষে ছিল না; বরং সবাইকে মুক্তভাবে এই উৎসব উদযাপনে উৎসাহিত করেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 00:13 Page 8

রোম্যান্টিক মেজাজে বাগদান সারলেন অর্শদীপ



মুম্বইঃ আইপিএলের সফলতম দলে যোগ দিয়েছেন। কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় দিনটাকেই আরও স্পেশাল করে ফেললেন অর্শদীপ সিং। হাঁটু মুড়ে একেবারে রোম্যান্টিক হিরোর মেজাজে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন প্রেমিকা সমরিন কৌরকে। এমন প্রস্তাবে সায় না দিয়ে থাকতে পারেননি সমরিনও। বাগদানের একঝাঁক মিষ্টি মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায়। কখনও ইঙ্গিতবাহী পোস্ট, কখনও মুখ লুকিয়ে হাতে হাত রেখে পোস্ট, আবার কখনও স্রেফ নখের ছবি দিয়ে স্টোরি-এইভাবে 'চোরি চোরি চুপকে চুপকে' প্রেমকাহিনি চলছিল অর্শদীপ আর সমরিনের। মাসতিনেক আগে অবশ্য সোশাল মিডিয়ায় আদুরে পোস্টে প্রেম জাহির করে ফেলেন অর্শদীপ। তবে এই ঘোষণার আগে প্রায় বছরখানেক ইতিউতি দেখা যাচ্ছিল যুগলকে। এবার প্রেমপর্বে জুড়ল নতুন অধ্যায়। সমরিনের সঙ্গে বাগদান সেরে ফেললেন বিশ্বকাপজয়ী পেসার। বর্তমানে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে নিউজিল্যান্ডে রয়েছেন অর্শদীপ। হ্যামিল্টনের মনোরম পরিবেশে নদীর ধারে প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলেন। হাঁটু মুড়ে বসে প্রস্তাবের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দু'জনেই। সমরিন ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'জীবন আমাদের অনেক কিছুই দিয়েছে। তবে তার মধ্যে আমরা একে অপরকে পেয়েছি, সেটার জন্যই আমি সবচেয়ে খুশি। এবার আমাদের একসঙ্গে সারাজীবনের পথ চলা।' অর্শদীপকে 'ফিয়ান্সে' সম্বোধন করতেও ভোলেননি তিনি। কে এই সমরিন? পাঞ্জাবি বিনোদনের জগতে যথেষ্ট পরিচিত মুখ এই লাস্যময়ী। ২৬ বছর বয়সি সমরিনের জন্ম জম্মু-কাশ্মীরে। অভিনয়ের পাশাপাশি মডেলিং করেন। কেরিয়ারের গোড়াতেই মিস জম্মু-কাশ্মীর হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন মিস ইন্ডিয়ার মঞ্চে। তারপর থেকেই জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে তাঁর। বাদশাহ, জুবিন নটিয়াল, গুরু রনধাওয়া বা মনিন্দর বুট্টারের একাধিক মিউজিক ভিডিওয় সমরিনকে দেখা গিয়েছে। 'বাওলা' এবং 'তুঝে ভুলনা তো চাহা' গানগুলির ভিডিও থেকে প্রবল জনপ্রিয়তা পান সমরিন। সেখান থেকে পা রাখেন অভিনয় জগতে। তবে সমরিন ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে পরিচিত '৮৩' ছবি থেকে। ১৯৮৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় নিয়ে তৈরি হয়েছিল '৮৩' সিনেমাটি। সেখানে কপিল দেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রণবীর সিং। ওই ছবিতেই ছোট্ট এক চরিত্রে দেখা যায় সমরিনকে। ছবিতে তাঁর নাম ছিল সিমরন সিং। যাঁকে দেখান হয়েছিল বলবিন্দর সিং সান্ধুর বাগদত্তা হিসেবে।

পঞ্জাবে যোগ দিয়েই শ্রেয়সদের নিয়ে মুখ খুললেন হার্দিক



মুম্বইঃ বুধবার সকালেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে তাঁর দলবদল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে পঞ্জাব কিংসে যোগ দিয়েছেন তিনি। নতুন দলে যোগ দিয়ে প্রথম বার মুখ খুলেছেন হার্দিক পাণ্ড্য। সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন তিনি। এ দিকে, পাঁচ শব্দে বার্তা দিয়েছেন পঞ্জাব কিংসের অর্শদীপ সিংহ। দলবদল চূড়ান্ত হওয়ার পরেই হার্দিক সমাজমাধ্যমে পঞ্জাবের জার্সি পরিহিত একটি কাল্পনিক ছবি দেন। সঙ্গে লেখেন, তসৎ শ্রী অকাল। আমার অধিনায়ক, শ্রেয়স। আমার কোচ, রিকি। আমার দল, পুরো পঞ্জাব। আমি তোমাদের পিছনেই দাঁড়িয়ে আছি।দ তার কিছু ক্ষণ পরেই মুম্বইয়ের তরফে অর্শদীপের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেখানে ভারতের বোলার বলেছেন, তএমআই পল্টন। দুনিয়া হিলা দেঙ্গে।দ তার আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি একটি ভিডিয়োর সাহায্যে অর্শদীপের আগমনবার্তা পোস্ট করা হয়। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে থাকাকালীন গত দু'বছরে ১৬.৩৫ কোটি টাকা করে পেয়েছেন হার্দিক। তিনি অধিনায়ক হলেও তাঁর চেয়ে বেশি টাকা পেতেন জসপ্রীত বুমরাহ। ফলে নতুন দলে গিয়ে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন হার্দিক। তবে অর্শদীপের সঙ্গে তেমনটা হচ্ছে। তিনি পঞ্জাবেও ১৮ কোটি টাকা পাচ্ছিলেন। মুম্বইয়ে গিয়েও তত টাকাই পাবেন। ট্রেডিংয়ের ফলে মুম্বইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল হার্দিকের। এই দলের হয়ে তিনি চার বার আইপিএল জিতেছেন। পরে গুজরাতে গিয়ে আর এক বার ট্রফি জিতেছেন। এ বার হার্দিককে খেলতে হবে শ্রেয়স আয়ারের অধীনে। নতুন দলের কোচ রিকি পন্টিং। কোনও দিন আইপিএল জেতেনি পঞ্জাব। নতুন দলকে প্রথম বার আইপিএল দেওয়াই হবে হার্দিকের লক্ষ্য। অন্য দিকে, অর্শদীপ আট বছর পঞ্জাবে কাটানোর পর দলবদল করছেন। তিনি আইপিএলে আর কোনও দলের হয়ে খেলেননি। এই প্রথম পঞ্জাব বাদে অন্য দলের হয়ে খেলবেন। ২০১৯-এ পঞ্জাবের হয়ে অভিষেক হয় অর্শদীপের। নিজেকে টি-টোয়েন্টিতে অন্যতম সেরা বোলার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ৯৬টি ম্যাচে ১১১টি উইকেট নিয়েছেন। ডেথ ওভারে তাঁর পারদর্শিতা বার বার প্রশংসিত হয়েছে।

আইপিএলের সূচিবদল নিয়ে ললিতের পাশে জুহি



কলকাতাঃ কাঠফাটা গরমের বদলে শীতের মনোরম পরিবেশেই কি এবার আইপিএল? কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম কর্ণধার জুহি চাওলার কথায় অন্তত তেমনই ইঙ্গিত। মার্চ থেকে মে মাসের প্রবল গরমের বদলে জানুয়ারি মাসে এই কোটিপতি লিগ আয়োজনের পক্ষে জোর সওয়াল করলেন তিনি। সোমবার সমাজমাধ্যমে জুহি স্পষ্ট জানান, ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে আইপিএলকে আর নিজের জায়গা খুঁজতে হয় না, বরং গোটা ক্যালেন্ডারকেই প্রভাবিত করার অধিকার অর্জন করেছে এই টুর্নামেন্ট।

তাঁর মতে, দারুণ ক্রিকেটীয় পরিবেশ এবং দর্শকদের সেরা অভিজ্ঞতার স্বার্থেই এপ্রিল বা মে মাসের বদলে জানুয়ারিতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইপিএলের ক্যালেন্ডারেও বদল আসা দরকার বলে মনে করেন এই বলিউড অভিনেত্রী। নাইট-কর্ণধারের এই যুগান্তকারী প্রস্তাবে রীতিমতো সিলমোহর দিয়েছেন আইপিএলের রূপকার তথা প্রথম চেয়ারম্যান ললিত মোদী। বিশ্ব ক্রিকেটে আইপিএলকে ফুটবলের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে তুলনা করে তিনি জানান, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এই নিজস্ব টুর্নামেন্টের জন্য আইসিসির কোনও আলাদা উইন্ডো বা অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। মোদীর জোড়া প্রস্তাব; হয় জানুয়ারিতে শুরু হোক টুর্নামেন্ট, নয়তো অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত একটি দীর্ঘ ও নিখুঁত ক্যালেন্ডার তৈরি করা হোক। তাঁর মতে, আইপিএলের বিপুল বাণিজ্যিক দাপটের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে বিশ্বের অন্যান্য বোর্ডগুলি। কারণ, আন্তর্জাতিক তারকারাও খুব ভালো করেই জানেন তাঁদের আর্থিক ভবিষ্যৎ কোথায় সুরক্ষিত। মান্ধাতার আমলের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে আগামী দিনের ক্রিকেট চলতে পারে না বলে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থাকে কার্যত কড়া বার্তাই দিয়েছেন মোদী।

রাশিয়াকে ফেরানোর নির্দেশে ম্যাচ বয়কটের ডাক ফিনল্যান্ডের



লন্ডনঃ আগামী মে মাসে জার্মানিতে পুরুষদের আইস হকি বিশ্বকাপ। তার আগেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাশিয়াকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট। আর এই নির্দেশের পরেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে প্রবল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার এই প্রত্যাবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছে ফিনল্যান্ড। ফিনল্যান্ডের এই কড়া পদক্ষেপে ইতিমধ্যেই শামিল হয়েছে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, চেক প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রিয়া, লাতভিয়া এবং কানাডাও। স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে রাশিয়া এবং নর্ডিক দেশগুলির (বিশেষত ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বরফ গলাতে এই আইস হকিই ছিল অন্যতম হাতিয়ার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অন্যতম প্রিয় খেলাটিকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বরাবর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছে মস্কো। এমনকি আমেরিকার ন্যাশনাল হকি লিগ-এও আলেকজান্ডার ওভেচকিনের মতো রুশ তারকারা প্রবল জনপ্রিয়। কিন্তু ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের পর থেকে পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। বেজিং শীতকালীন অলিম্পিক্সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফিনল্যান্ডের সোনা জয়ের ঠিক চারদিন পরেই যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে সমস্ত ক্রীড়া সম্পর্ক ছিন্ন করে নর্ডিক দেশগুলি। ফিনল্যান্ডের রোকা হকি দলের কার্যনির্বাহী প্রধান মিকা তোইভোলার স্পষ্ট কথা, ইউক্রেনের উপরে আগ্রাসন যতদিন চলবে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাশিয়ার ফেরাটা ততটাই অনুচিত। আন্তর্জাতিক মহলে এই বয়কটের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরেও যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে মারাত্মক। একসময় বারেন্টস হকি লিগ-এর মতো অপেশাদার প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও রাশিয়ার সীমান্তবর্তী শহরগুলির মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ফিনিশ খেলোয়াড় ইয়ানে তেরভাহাউতা কিংবা নরওয়ের উইলিয়াম জোস্ট্রান্ডদের কাছে রুশ দলগুলির বিরুদ্ধে খেলা ছিল এক অনন্য সামাজিক আদানপ্রদান। একসময় রুশ দলগুলি ফিনল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবির করত, চলত প্রীতি ম্যাচও। কিন্তু আজ সেই অতীত কেবলই দীর্ঘশ্বাস।

বারেন্টস সচিবালয়ের আধিকারিক মারগ্রেথ আলনেসের আক্ষেপ, খেলাধুলোর মাধ্যমে দীর্ঘ এক দশক ধরে যে বন্ধুত্ব ও আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, গত কয়েক বছরে তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ থামলেও এই ভাঙা বিশ্বাস ফের জোড়া লাগতে বিস্তর সময় লাগবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।